গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর**
**প্রশাসন-১ অধিশাখা**
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী:**

সভাপতি : জনাব রেজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।
স্থান : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ২৫.০৯.২০২৫ খ্রি.
সময় : সকাল: ১০.৩০ ঘটিকা
হাজিরা : পরিশিষ্ট -ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি এ অধিদপ্তরে সদ্য যোগদানকৃত একজন উপপরিচালককে সকলের পক্ষে স্বাগত জানান এবং নিষ্ঠার সাথে তাঁর উপর অর্পিত সরকারী দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন। সভাপতি ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখা ভিত্তিক নথির তালিকা অনুযায়ী অন্যান্য সকল শাখার নথিসমূহ ক্রমান্বয়ে ডি-নথিতে নিষ্পত্তির পরামর্শ দেন। ডি-নথির কার্যক্রমের উপর শাখাভিত্তিক পরিসংখ্যান উপস্থাপনের জন্য বলেন। তিনি শাখাভিত্তিক প্রতি মাসে কমপক্ষে দুইটি পত্র ডি নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য সকল পরিচালককে অনুরোধ জানান। অতঃপর সভাপতির সম্মতিক্রমে উপপরিচালক (প্রশাসন-১) বিগত ২৮.০৮.২০২৫খ্রি..তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২. অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

| ১. ডি-নথির পেন্ডিংসহ অন্যান্য পেন্ডিং পত্র দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা। | | |
|---|---|---|
| আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
| ডি-নথির পেন্ডিংসহ অন্যান্য পেন্ডিং পত্রসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে অধিক গুরুত্বসহ আলোচনা করা হয়। ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখাভিত্তিক নথি অনুযায়ী শুধু ডি-নথিতে নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ইতোমধ্যে ডি-নথি'র উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আরো প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন উইংয়ে ডি-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত পত্র সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। | ডি-নথিতে নিষ্পত্তিযোগ্য শাখাভিত্তিক নথিসমূহ ডি-নথিতে নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পত্র জারীর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। কোন শাখা যেন শূন্য না থাকে প্রতি মাসে কমপক্ষে দুইটি পত্র ডি নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে। সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান ব্যবস্থা নিবেন। | সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। |
| ২. বিভাগীয় মোকদ্দমা | | |
| ক. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে চলমান বিভাগীয় মামলার বিবরণ নিম্নরূপ: (নিচের সারণি দ্রষ্টব্য) | বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। | উপপরিচালক (প্রশাসন-১/২) ও সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৩/২০২১ | জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী মুজিব কিল্লা নির্মাণ প্রকল্প | ১ম শ্রেণিতে যোগদান না করা। | একই বিষয়ে মামলা চলমান থাকায় স্থগিত। |
| ২ | ৩৫/২০২২ | জনাব মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন পিআইও, নিকলী, কিশোরগঞ্জ | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। | আদেশের অপেক্ষায় |
| ৩ | ২/২০২৪ | জনাব মোহাম্মদ আলী পিআইও, দুমকি,পটুয়াখালী | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। | আদেশের অপেক্ষায় |
| ৪ | ০৩/২০২৪ | জনাব মোঃ রায়হানুল হক, অফিস সহকারী , পিআইও অফিস, চাটমোহর | অধিকতর তদন্তের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। | কার্যক্রম চলমান |
| ৫ | ০৫/২০২৪ | জনাব লাইয়ুব হোসেন, অফিস সহকারী, পিআইও অফিস গোপালপুর, টাংগাইল | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। | ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী। |
| ৬ | ০১/২০২৫ | মোঃ মনিরুজ্জামান সরকার, পিআইও, মিঠাপুকুর, রংপুর | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। | কার্যক্রম চলমান |
| | ০২/২০২৫ | মোঃ তরিকুল ইসলাম, পিআইও, বামনা, বরগুনা | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। | কার্যক্রম চলমান |
| ৮ | ০৩/২০২৫ | জনাব নায়েমা তাবাচ্ছুম শাহ, (সাবেক পিআইও, ভালুকা, ময়মনসিংহ) | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। | কার্যক্রম চলমান |
| ৯ | ০৫/২০২৫ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিআইও প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত | অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়েছে। | জবাব পাওয়া যায়নি। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১০ | ০৬/২০২৫ | মোঃ সোহেল রহমান, পিআইও, চিলমারী, কুড়িগ্রাম | তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি |
| ১১ | ০৭/২০২৫ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পিআইও, আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জ (সাবেক শিবপুর,নরসিংদী) | তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। | তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি |
| ১২ | ৮/২০২৫ | জনাব মোঃ মনসুর রহমান, পিআইও বোয়ালিয়া, রাজশাহী (সাবেক গাংনী, মেহেরপুর | অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়েছে। | কার্যক্রম চলমান |
| ১৩ | ৯/২০২৫ | জনাব মোসাঃ নাসরিন সুলতানা, পিআইও, কেশবপুর, যশোর (সাবেক বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট) | অভিযোগনামা প্রেরণ করা হয়েছে। | কার্যক্রম চলমান |

খ.মামলাগুলো বিস্তারিতভাবে রেজিস্টারে মামলা নম্বর ও সালসহ হালনাগাদ আছে।

| | | |
|---|---|---|
| **৩. বিভিন্ন আদালতে চলমান মামলা** | | |
| ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (মন্ত্রণালয়সহ) চলমান মামলার হালনাগাদ তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে উপপরিচালক (আইন) বলেন যে, মামলার ধার্য্য তারিখে সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবীগণ উপস্থিত থেকে শুনানীতে অংশ নিয়ে থাকেন। সপ্তাহ ও মাসভিত্তিক মামলাগুলো অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মামলার তালিকা হালনাগাদসহ অতি গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।<br>খ) নবনিযুক্ত প্যানেল আইনজীবীগণের নিকট সকল মামলা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। | i) মামলার ধার্য্য তারিখে সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবীগণের শুনানীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।<br>ii) সপ্তাহ ও মাসভিত্তিক মামলা গুলোর অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।<br>iii) পুরাতন প্যানেল আইনজীবীগণের নিকট হতে সকল মামলার Noc নেয়া নিশ্চিত করতে হবে। | উপপরিচালক (আইন)/ সহকারী পরিচালক (আইন) |
| **৪. বিভিন্ন বাজেট সংক্রান্ত আলোচনাঃ** | | |
| উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) বলেন যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন খাতে বাজেটে যে বরাদ্দ রয়েছে, বরাদ্দগুলো কোয়ার্টার ওয়ারী ব্যয়ের নির্দেশনা রয়েছে। কোয়ার্টার ওয়ারী ব্যয় না হলে পরবর্তীতে ব্যয় করা যায় না। এতে অনেক সময় ক্রয় কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। | সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও উপপরিচালকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের শাখাভিত্তিক যে বরাদ্দ রয়েছে, বরাদ্দগুলো কোয়ার্টার ওয়ারী ব্যয়ের পদক্ষেপ নিতে হবে। | পরিচালক ও উপপরিচালক (সংশ্লিষ্ট সকল) |
| **৫. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ** | | |
| ক) উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) বলেন যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে প্রকল্প বাদে কেবল রাজস্ব খাতে ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি ১৩৩টি। যার মধ্যে ১১৬টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টির আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। ৪৮টি অডিট আপত্তি দ্বিপক্ষীয় অডিট কমিটির মাধ্যমে ও ০৮ট আপত্তি জবাব প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।<br><br>খ) জেলা/ উপজেলা হতে প্রাপ্ত মোট ব্রডশীট জবাব ৫৫টি, নিষ্পত্তির জন্য ২৪টি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ সংশ্লিষ্ট জেলায় সংশোধনের জন্য ২২টি ফেরত দেয়া হয়েছে এবং ০৯টি কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে উপপরিচালক (বাজেট/হিসাব) সভায় উল্লেখ করেন। ৬৪টি জেলায় অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডিআরআরও এবং পিআইওদেরকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিভাগওয়ারী সভা/প্রশিক্ষণের আয়োজনের পরিকল্পনা আছে। | ক) অবশিষ্ট অডিট আপত্তির ব্রডশীট আকারে জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।<br><br>খ) মন্ত্রণালয়ের সাথে অভ্যন্তরীন সভা আহবান করে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির পদক্ষেপ নিতে হবে।<br>২. ফাপাড এবং ইজিপিপির অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব পাওয়ার সাথে সাথেই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জবাব প্রেরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।<br>৩. সকল বিভাগের ডিআরআরও এবং পিআইওদেরকে নিয়ে ক্রমান্বয়ে বিভাগওয়ারী সভা/ প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। | ক. উপপরিচালক (১/২/বা:/হি:)<br><br>খ. উপপরিচালক (২/বা:/হি: / প্রশিক্ষণ) |
| **৬. অব্যবহৃত মালামাল নিষ্পত্তি সংক্রান্তঃ** | | |
| অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে গত ১৮ জুলাই ২০২৪ খ্রি তারিখে অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশনসহ বিভিন্ন করিডোরে/ কক্ষ এবং ইমারজেন্সি সিঁড়িতে থাকা অব্যবহৃত ফটোকপি/ আসবাবপত্র/ অন্যান্য মালামাল নিলামে বিক্রির বিষয়ে আলোচনা। | অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত ইলেকট্রিক সাব-ষ্টেশনসহ বিভিন্ন করিডোরে/ কক্ষ বা ইমারজেন্সি সিঁড়িতে থাকা অব্যবহৃত ফটোকপি/ আসবাবপত্র/ অমেরামতযোগ্য ও অন্যান্য মালামালগুলো নিলাম আহবান করা হয়েছে। | উপপরিচালক এবং (সহকারী পরি: যান)/ গঠিত কমিটি |

| | | |
|---|---|---|
| ৭.সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি | | |
| ক. কাবিখা/ কাবিটা : i) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/ কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ৭১৭,২৫,০০,০০০/-(সাতশত সতের কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা এবং ৪২,৭৫০ (বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) মেঃটন চাল ও ৪২,৭৫০ (বিয়াল্লিশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) মেঃটন গম বরাদ্দ পেয়ে বরাদ্দপত্রের শর্তমতে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করে উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ সময়সীমা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫, পরিচালক (কাবিখা) সভাকে জানান যে, মাঠ পর্যায়ে উপজেলা ওয়ারী প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন চলমান রয়েছে। | ক. i) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ ও খাদ্যশস্য সরকারী নীতিমালা ও বরাদ্দপত্রের শর্তমতে যথাযথভাবে উপজেলা ওয়ারী প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন দ্রুত শেষ করে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কাজের অগ্রগতি/ব্যয় বিবরণী প্রতি সপ্তাহে জেলা/উপজেলা হতে সংগ্রহ করতে হবে। | পরিচালক (কাবিখা) / উপপরিচালক (কাবিখা -১,২ ও ৩) |
| ii) টিআর কর্মসূচিঃ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় উপজেলা ও পৌরসভাসহ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং সিটি কর্পোরেশন এর অনুকুলে সর্বমোট ৬৯০,৮১,৫০,০০০/-(ছয়শত নব্বই কোটি একাশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সবেমাত্র বরাদ্দ পেয়ে বরাদ্দপত্রের শর্তমতে উপজেলাওয়ারী বিভাজন করে উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ সময়সীমা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৫, পরিচালক (কাবিখা) সভাকে জানান যে, মাঠ পর্যায়ে উপজেলা ওয়ারী প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন চলমান রয়েছে। | ii) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর) কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ সরকারী নীতিমালা ও বরাদ্দপত্রের শর্তমতে যথাযথভাবে উপজেলা ওয়ারী প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদন দ্রুত শেষ করে প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করতে হবে এবং কাজের অগ্রগতি/ব্যয় বিবরণী প্রতি সপ্তাহে জেলা/উপজেলা হতে সংগ্রহ করতে হবে। | পরিচালক (কাবিখা) |
| iii) ইজিপিপি কর্মসূচিঃ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির উপকারভোগী হালনাগাদকরণ বিষয়ক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর ২০২২ সালের জনশুমারী ও গৃহগণনা তথ্যানুসারে 'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)' এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক ৪০০০০০ (চার লক্ষ) জন উপকারভোগী বিভাজন করলে একটি উপজেলায় সর্বনিম্ন ২১ টি কার্ড প্রাপ্ত হয় যা অপর্যাপ্ত। এতে আরও দেখা যায়, ৫০ টির বেশি উপজেলায় ১০০ টির কম কার্ড প্রাপ্ত হয়। | iii) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ইজিপিপি কর্মসূচির উপকারভোগী হালনাগাদ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত ২০২২ সালের জনশুমারী ও গৃহগণনা অনুসারে ৬৩ জেলার (কক্সবাজার ব্যতীত) সকল উপজেলায় মোট ৪০০০০০ (চার লক্ষ) জন উপকারভোগীকে উপজেলা ভিত্তিক সর্বনিম্ন উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০০ জন এবং সর্বোচ্চ উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৫০০ জন ধরে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। | |
| ০৮. ভিজিএফ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি:- | | |
| উপপরিচালক (ভিজিডি) জানান যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় পবিত্র ঈদ উল ফিতর এবং আযহা উপলক্ষ্যে এবং বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ দেয়া চাল যথাযথ বিতরণ করা হয়েছে, বিতরণে কোন অনিয়ম পাওয়া যায়নি মর্মে উপপরিচালক (ভিজিডি) সভায় উল্লেখ করেন। ভিজিএফ খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যয় বাবদ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবহনের ধরণ বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দ, প্রতিটি উপকারভোগীকে ২০কেজি করে চাল প্রদানসহ খোলা অবস্থায় চাল বিতরণ না করে বরাদ্দ অনুযায়ী প্যাকেটজাত/বস্তায় করে বিতরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে কোন বরাদ্দ দেয়া হয়নি।<br>ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচির আওতায় ঋণ ও অনুদান হিসেবে ৬২টি জেলায় ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরথেকে ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে মোট ১৪৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৯৯৬ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলের আওতায় ঋণ ও অনুদান হিসেবে ৭টি জেলায় **বিগত** ২০০৩-২০০৪ **অর্থবছরে** মোট ৪ **কোটি** ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এ পর্যন্ত মোট আদায় ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৬৬ **হাজার** ৫৩৭ টাকা। ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিলের অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্স গঠন করা আছে মর্মে পরিচালক (ভিজিডি) সভায় উল্লেখ করেন। | i) ভিজিএফ খাদ্যশস্য পরিবহন ব্যয় বাবদ সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবহনের ধরণ বিবেচনায় অর্থ বরাদ্দ, প্রতিটি উপকারভোগীকে ২০ কেজি করে চাল প্রদানসহ খোলা অবস্থায় চাল বিতরণ না করে বরাদ্দ অনুযায়ী প্যাকেটজাত/ বস্তায় করে বিতরণের প্রস্তাবনার সুপারিশ আলাদা পত্রে মন্ত্রণালয়ে পুনরায় প্রেরণ করতে হবে ।<br>ঝুঁকিহ্রাস এবং বেকারত্ব মোচন তহবিলের অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। | পরিচালক (ভিজিডি)/ উপপরিচালক (ভিজিডি) |
| ৯. মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ | | |
| ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত ও অনুমোদিত | ক. ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পের প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ যাচাইয়ের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। প্রি-ওয়ার্ক প্রস্তুত ছাড়া যেন কোন প্রকল্পের | পরিচালক (কাবিখা/ (মূওপ)। |

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ যাচাইয়ের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রি-ওয়ার্ক যাচাই এর উপর প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | কাজ শুরু না হয় সে বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রি-ওয়ার্ক যাচাই এর উপর প্রতিবেদন/জরীপ যাচাইয়ের পর্যবেক্ষণ/ সুপারিশ মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে হবে।<br>খ) মূওপ উইং, কাবিখা উইং এবং এমআইএম উইং যৌথভাবে একটি সফট-ওয়ার তৈরী করতে হবে যাতে তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত বাস্তবায়িত প্রকল্পের অর্থ-বছর ভিত্তিক সার্বিক তথ্য অধিদপ্তর হতেই জানা যায়।<br>গ) যে সকল জেলায় নিয়মিত জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা নেই সে সকল জেলায় অধিদপ্তর হতে পরিদর্শন/তদারকি/মনিটরিং জোরদার করতে হবে।<br>ঘ) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত এবং ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে গৃহীত অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা ওয়েবসাইটে দিতে হবে এবং উপকারভোগী নির্ধারণের পদ্ধতি বা উপায় বের করতে হবে। | পরিচালক (মূওপ) |
| **১০.ত্রাণ কার্যক্রম** | | |
| ক. i) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট খাতে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে ঢেউটিন ক্রয় খাতে ৭৬.৪০ (ছিয়াত্তর দশমিক চার শূণ্য) কোটি টাকা, শুকনা ও অন্যান্য ক্রয়খাতে ৩০.০০ (ত্রিশ) কোটি টাকা, কম্বল ক্রয়খাতে ৫৬.১০ (ছাপ্পান্ন দশমিক দশ শূণ্য) কোটি টাকা, তাঁবু ক্রয় খাতে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা সংস্থান রয়েছে। এরমধ্যে Rubb Hall Tent ক্রয়ের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন মোতাবেক তাঁবুর প্রাক্কলিত বাজার দর নির্ধারনের জন্য ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটির প্রাক্কলিত বাজার মূল্য যাচাই প্রতিবেদন পাওয়া গেলে দরপত্র আহবান করা হবে মর্মে পরিচালক (ত্রাণ) সভাকে অবহিত করেন।<br>ক. ii) পরিচালক (ত্রাণ) সভাকে অবহিত করেন, বিভিন্ন জেলায় সচল ও অচল নৌযানের সার্বিক তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা হতে সংগ্রহ করার জন্য জেলায় পত্র দেয়া হয়েছে।<br><br>খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মোহাজের সম্পত্তি উদ্ধারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যে সকল জেলায় মোহাজের সম্পত্তি আছে সে সকল জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের নিকট হতে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে মোহাজের সম্পত্তি'র সার্বিক চিত্র অর্থাৎ জেলা/ উপজেলায় কত জমি অবৈধ দখলে এবং কত জমি সরকারের দখলে আছে এবং কত জমির জমির ভুমি উন্নয়ন কর অধিদপ্তর পরিশোধ করে সে বিষয়ে তথ্যাদি প্রস্তুতের জন্য সভাপতি অতি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন।<br>গ. ঢাকা জেলার ডেমরায় এবং বরিশাল জেলাধীন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আলেকান্দা মৌজায় ৭.৮০ একর মোহাজের সম্পত্তি চিহ্নিত করে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করে সরকারের দখলে আনার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। | ক. i) বরাদ্দকৃত ঢেউটিন, শুকনা খাবার, ত্রাণ সামগ্রী ও খাদ্যশস্যের মধ্যে কি পরিমান বিতরণ বা ব্যয় হয়েছে এবং কি পরিমান জেলায় মজুদ আছে সে তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে। জেলা/উপজেলায় মজুদকৃত শুকনা খাবারের মেয়াদ দেখে অধিদপ্তরকে অবহিত করতে সকল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাকে পত্র দিতে হবে। তাছাড়া, ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ এবং পিপিআর-২০২৫ অনুযায়ী বছরের শুরুতেই কম্বল, শুকনা খাবার, ঢেউটিনসহ অন্যান্য মালামাল ক্রয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।<br>ক. ii) বিভিন্ন জেলায় সচল ও অচল নৌযানের সার্বিক তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা হতে সংগ্রহ করে পরবর্তী সভায় করণীয় বিষয়ে প্রস্তাবনাসহ উপস্থাপন করতে হবে।<br>খ.মোহাজের সম্পত্তি উদ্ধার বিষয়ে অপেক্ষাকৃত ৫টি বড় জেলাতে (যেমনঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, গাজীপুর ও দিনাজপুর) আলাদা সভা করে সুপারিশসহ মোহাজের সম্পত্তি'র সার্বিক চিত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রয়োজনে রেকর্ড সংশোধনের পদক্ষেপ নিতে হবে। মোহাজের সম্পত্তিতে যেন নতুন করে কোন ইমারত বা ভবন নতুন করে তৈরী হতে না পারে সে জন্য জেলা প্রশাসকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে হবে। এ জন্য গঠিত টাস্ক-ফোর্স এর কার্যক্রম জোরদার করতে হবে প্রয়োজনে টাস্ক-ফোর্স পুন:গঠন করতে হবে।<br>গ. যে সকল জেলায় মোহাজের সম্পত্তি আছে সে সকল জেলায় কবে-কখন মাঠ রেকর্ড হচ্ছে বা হবে তার খবর রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার সহায়তায় মন্ত্রণালয়ের/অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভূক্ত করণের পদক্ষেপ নিতে হবে। এ লক্ষে ডিআরআরওদের ক্ষমতা বা করনীয় কি তা নির্ধারিণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।<br>ঘ.১. ঢাকা জেলার ডেমরায় অবস্থিত মোহাজের সম্পত্তির মধ্যে কতটুকু সরকারের দখলে, কতটুকু অবৈধ দখলে এবং কতটুকু জমির ভূমি উন্নয়ন কর এ অধিদপ্তর পরিশোধ করে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং স্থানটি সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।<br>ঘ.২. বরিশাল জেলাধীন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের আলেকান্দা মৌজায় অবস্থিত ৭.৮০ একর মোহাজের সম্পত্তি চিহ্নিত করে সীমানাপ্রাচীর নির্মাণ করে সরকারের দখলে আনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অধিদপ্তর হতে সার্বিক বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক, বরিশাল এবং বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল এর সহায়তা নিতে হবে। | পরিচালক (ত্রাণ)/ ডিআরআরওগণ<br><br>পরিচালক (ত্রাণ)/ উপপরিচালক (ত্রাণ-১/২)<br><br>ডিআরআরও, ঢাকা।<br><br>ডিআরআরও, বরিশাল |
| **১১ .এমআইএম অনুবিভাগের কার্যক্রম** | | |
| ক. উপজেলাওয়ারী দুর্যোগের ধরণভিত্তিক (যেমন: অগ্নিকান্ড, বজ্রপাত, নৌকাডুবি/ পানিতে ডুবি) ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদি রেজিষ্টারে নিয়মিত সংরক্ষণ করা হয় এবং ২০২৫ সালে এ পর্যন্ত বজ্রপাতে ৭৮ জন লোক মৃত্যুবরণ করেছে মর্মে পরিচালক (এমআইএম) সভাকে অবহিত করেন। | ক.উপজেলাওয়ারী দুর্যোগের ধরণভিত্তিক ডাটা (যেমন: অগ্নিকান্ড, বজ্রপাত, নৌকাডুবি/ পানিতে ডুবি) ক্ষয়ক্ষতির তথ্যাদিসহ ইউনিয়ন ভিত্তিক সংরক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। বিভিন্ন দুর্যোগে বা বজ্রপাতে নিহত মানুষের হালনাগাদ তালিকা/তথ্য সংশ্লিষ্ট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।<br>খ. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার গণ হতে তথ্য সংগ্রহ করে | ক. পরিচালক (এমআইএম)/ ও উপপরিচালক (এমআইএম)<br>খ. সংশ্লিষ্ট |

| | | |
|---|---|---|
| খ. অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট/ গ্যালারী কাজ নির্ভূলভাবে হালনাগাদ রাখার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অধিকাংশ জেলা/উপজেলার ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়ন আপডেট পাওয়া যায় না মর্মে উপপরিচালক (এমআইএম) সভায় উল্লেখ করেন।<br>তাছাড়া টেলিফোন বিল কোড এবং ডাক কোডের বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয় বিষয়ে আলোচনাঃ এ বিষয়ে অধিকাংশ সদস্যের অভিমত যেহেতু বর্তমান পেক্ষাপটে দ্রুত সেবা প্রদানের স্বার্থে টেলিফোন এর পরিবর্তে মোবাইল এবং ডাক যোগে পত্র প্রেরণের পরিবর্তে ই-মেইলে পত্র প্রেরণ করা হয়ে থাকে, তাই টেলিফোন খাতের বরাদ্দ মোবাইল ব্যবহার বাবদ এবং ডাক প্রেরণ বাবদ বরাদ্দ ইন্টারনেট ব্যবহার বাবদ ব্যয় করার অনুমতি বা বরাদ্দের কোড পরিবর্তন করা যায় কিনা সে বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়। | ওয়েবসাইট সব সময় হালনাগাদ রাখতে তালিকা রাখতে হবে। সকল শাখার/প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য প্রোগ্রামারকে দিতে হবে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা বিভাগওয়ারী ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। এ জন্য বদলীর কপি / অনুলিপি তাৎক্ষণিকভাবে প্রোগ্রামারকে দিতে হবে।<br>গ) সকল জেলা/উপজেলার ওয়েবসাইট ও তথ্য বাতায়ন সব সময় আপডেট রাখতে হবে।<br>ঘ) ইমারজেন্সি অপারেশন ড্যাশ-বোর্ড এবং অন্যান্য সফটওয়ার তৈরী বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।<br>ঙ) টেলিফোন বিল কোড এবং ডাক কোডের বরাদ্দকৃত টাকা যথাক্রমে মোবাইল ও ইন্টারনেট খাতে ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে অন্য বিভাগ/ অধিদপ্তরের এমন পরিবর্তনের উদাহরণ উল্লেখ করে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ মন্তণালয়ে পত্র দিতে হবে। | শাখার কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামার<br>গ. পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রোগ্রামার<br><br>ঘ. উপ-পরিচালক (বাজেট/হিসাব) ও প্রোগ্রামার |
| **১২.পরিকল্পনা ও প্রশমন শাখার কার্যক্রম** | | |
| (ক) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের ৮-৯-২০২৫ খি: তারিখের ৫১.০০.০০০০.০২৪৩.১৪.২২২.১৯.১১৯ নং স্মারক মোতাবেক চীনা অনুদান সহায়তায় ঢাকায় ০১টি অত্যাধুনিক গুদামঘর এবং চট্রগ্রাম ও সিলেটে আরও দুটি আঞ্চলিক Regional Emergency Opweation Center (REOC) কাম গুদামঘর নির্মাণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ঢাকা ও চট্রগ্রাম এবং সিলেটকে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে।<br>বন্যা-আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প, মাটির রাস্তা এইচবিবিকরণ, ব্রীজ কালভার্ট প্রকল্পসহ এডিপিভূক্ত মোট ০৯টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ০৬টি নতুন প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি/পিডিপিপি প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প একনেকে কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বন্যার সময় মৃতদেহ দাফনের জন্য কবরস্থান/শ্মশান/ Cemetery উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র ও কাম ত্রাণ গুদাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মেও তিনি সভায় উল্লেখ করেন।<br>(খ) প্রশমন অধিশাখাঃ SOD অনুযায়ী সকল কমিটির সভা সময়মত আহবানের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | ক. REOC নির্মাণের জন্য জমি প্রাপ্যতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে।<br>খ. সবুজপাতায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্প সমূহের ডিপিপি/টিএপিপি দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের ব্যবস্থা করহে হবে।<br>গ) SOD অনুযায়ী সকল কমিটির সভা সময়মত আহবানের ব্যবস্থা নিতে হবে। | পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)<br><br>(খ) সংশ্লিষ্ট পরিচালকগণ |
| **১৩. GPMS বিষয়ে আলোচনা** | | |
| GPMS বিষয়ে কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে আলোচনা। | ১. মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত স্মারক মোতাবেক ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর এবং আগামী আরো দুই বছরের GPMS কর্মপরিকল্পনা চাহিত ছক মোতোবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বিভিন্ন অনুবিভাগ হতে প্রাপ্ত স্বাক্ষরকৃত পরিকল্পনা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ের GPMS টিম লিডার বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>২. GPMS 'র লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে যথাযথভাবে অর্জন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে টিআর/ কাবিখাসহ সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন/মনিটরিং/ কর্মোত্তর জরীপ যাচাই করবেন এবং যাচাই প্রতিবেদন এর কপি সংশ্লিষ্ট পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালকসহ GPMS এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বরাবরে দাখিল করবেন। | GPMS টিমলিডার (পরিচালক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পয়েন্ট |
| **১৪. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের কার্যক্রম** | | |
| (ক) গবেষণা অধিশাখাঃ বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন উপায় নির্ধারণে অধিকতর গবেষণা করা বিষয়ে আলোচনা।<br>(খ) প্রশিক্ষণ অধিশাখাঃ এপিএ কর্ম-পরিকল্পনা এর লক্ষ্যমাত্রা এবং চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়ন, অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব তৈরী, | (ক) গবেষণা অধিশাখাঃ বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিভিন্ন উপায় নির্ধারণসহ নতুন নতুন আইডিয়া উদ্ভাবনে অধিকতর গবেষণা করে সুনির্দিষ্ট উপায় বের করতে হবে। দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার প্রস্তাবিত প্রস্তাবনা ও গবেষকের নাম তালিকা দ্রুত চূড়ান্ত করে নির্ধারণ করে জমা দিতে হবে। গবেষণার বিষয়ে যে সব অনুদানে গবেষণা করা তার সফট কপি Knowledge Portal এ আপ লোডের ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>খ) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের শুরুতেই পুরো বছরের প্রশিক্ষণ-সূচি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সেই মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণসূচিতে | ক. পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ)<br><br>খ.পরিচালক (প্রশাসন) |

| | | |
|---|---|---|
| প্রকল্পের প্রি-ওয়ার্ক/পোষ্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ এবং ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ে আলোচনা। | পিআইওদেরকে প্রকল্পের প্রি-ওয়ার্ক/পোষ্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ গ্রহণ এবং ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত বিষয়সহ আইসিটি/ই-মেইল পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। | |
| | ১৫. বিবিধ | |
| ক) এ অধিদপ্তরের চলমান/সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অর্জনসমূহ এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিকভাবে আপলোডকরণ বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।<br>খ) এ অধিদপ্তরে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যয় সাশ্রয়করণ এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ সবসময় নিরাপদ রাখা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিরাপদ সংযোগের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। | ক) এ অধিদপ্তরের চলমান/ সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার পদায়ন ও অর্জনসমূহ এ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে তাৎক্ষণিকভাবে ছবিসহ আপলোড করে হালনাগাদ রাখতে হবে।<br>খ) সংশ্লিষ্ট রুমে অবস্থানকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ স্ব-স্ব রুম/কক্ষ ত্যাগ করার সময় ফ্যান, লাইট এবং কম্পিউটার এর সুইচ তাঁদের স্ব-উদ্যোগে বন্ধ করবেন। | ক) প্রোগ্রামার ও সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান<br>খ) সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী |
| গ) ক্ষতিগ্রস্ত এসি, ইন্টারনেট এবং টেলিফোন সংযোগ দ্রুত স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা। এ বিষয়ে সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা) বলেন যে, ইতোমধ্যে এসি এবং বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করে সংযোগ দেয়া হয়েছে। ২টি লিফট সচল করা হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হচ্ছে এবং অন্যান্য মেরামত কাজ চলমান আছে।<br>ঘ) অফিসিয়াল ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা।<br>ঙ) বিভিন্ন দুর্যোগের সময় অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে পরিধানের জন্য অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত নির্ধারিত জ্যাকেট/এ্যাপ্রোন তৈরীকরণ বিষয়ে আলোচনা। | গ) অফিসিয়াল ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহারকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অধিক সতর্কতার সাথে ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করবেন এবং পাসওয়ার্ড সংযোজন বিচক্ষণতার সাথে করবেন, কোন অনাকাংখিত ঘটনা বা হ্যাক এড়ানোর জন্য প্রয়োজনে প্রো গ্রামারের সহায়তা নিতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল কে পত্র দিয়ে অবহিত করতে হবে।<br>ঘ) অফিসিয়াল ই-মেইল এবং বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার সর্তকর্তার সাথে ব্যবহার করতে হবে।<br>ঙ) বিভিন্ন দুর্যোগের সময় দুর্যোগ স্থলে অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপযুক্ত নিরাপত্তার স্বার্থে অধিদপ্তরের লোগো সম্বলিত নির্ধারিত জ্যাকেট/এ্যাপ্রোন প্রস্তুত ও পরিধানের প্রস্তাবনা বিস্তারিতভাবে সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | গ) পরিচালক (প্রশাসন) ও সহকারী প্রকৌশলী (কাবিখা)<br>ঘ) উপপরিচালক (প্রশাসন-২)<br>ঙ) প্রোগ্রামার ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী |

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৪-১০-২৫
(রেজওয়ানুর রহমান)
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-৫৮৮১৫৪৯৫

স্মারকনং -৫১.০১.০০০০.০০৩.০৬.০৪৩.২৪. ৭৭৪

তারিখ: ২৪ .১০.২০২৫ খ্রি.

অনুলিপি: সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। পরিচালক/ প্রকল্প পরিচালক ............................,(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। জেলা প্রশাসক ............................ (সকল),
০৩। উপপরিচালক/ উপপ্রকল্প পরিচালক,,......................(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৫। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা,...............................................(সকল)।
০৬। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাসিক সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
০৭। সহকারী পরিচালক/ সহকারী প্রকৌশলী/ পিআইও (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮। প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জরুরি ত্রাণ গুদাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ,তেজগাঁও সার্কেল, ঢাকা।
১০। কম্পিউটার অপারেটর/ হিসাব রক্ষক/ উচ্চমান সহকারী ...............................(সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক এর ব্যক্তিগত সহকারী ,দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।(মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১২। অফিস কপি।

২৪/১০/২৫
(তাসনূভা নাশতারান)
(উপসচিব)
**উপপরিচালক (প্রশাসন-১)**
ফোন-০২-২২২২৬১৩৬০